রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

**রবিবার, জুন ১০, ২০১৮**

[ বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন ]

**বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন**

**সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন**

ই-৬/সি আগারগাঁও

শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা

ঢাকা-১২০৭।

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/ ০৩ জুন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

**নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-২৫/২০৬/প্রশাসন/৭৯**—বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ২৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কমিশন, পূর্ব প্রকাশের পর, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

## প্রথম অধ্যায়

## প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই বিধিমালা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ ও কর্তৃত্ব গ্রহণ) বিধিমালা, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "অধিগ্রহণকারী" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যে নিজে বা অন্য কাহারো সহিত সম্মিলিত হইয়া (persons acting in concert) কোন কোম্পানির ভোটাধিকারযুক্ত শেয়ার অথবা ভোটাধিকারযুক্ত শেয়ারে রূপান্তরযোগ্য সিকিউরিটিজ অধিগ্রহণ করে বা উহার জন্য প্রস্তাব করে;



**মূল্য :** টাকা ১৬.০০

(খ) "আইন" বলিতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ কে বুঝাইবে ;

(গ) "উল্লেখযোগ্য সংখ্যক" অর্থ ১০(দশ) শতাংশ কিংবা উহার অধিক অথবা কমিশন কর্তৃক এতদ্‌উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে নির্ধারিত কোন সংখ্যাকে বুঝাইবে;

(ঘ) "নেগোসিয়েটেড ডিল (Negotiated Deal)" বলিতে এক্সচেঞ্জ কর্তৃক নেগোসিয়েটেড ডিল হিসেবে নির্ধারিত পদ্ধতিতে লেনদেন বুঝাইবে।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি Securities and Exchange Ordinance, 1969, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩, কোম্পানি আইন, ১৯৯৪, ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ এবং এক্সচেঞ্জেস ডিমিচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ বা উহাদের অধীনে জারিকৃত কোন বিধিমালা বা প্রবিধানমালাতে যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **বিধিমালা প্রয়োগের পরিধি।**—(১) এই বিধিমালা এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ভোটাধিকারযুক্ত শেয়ার অথবা ভোটাধিকারযুক্ত শেয়ারে রূপান্তরযোগ্য সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই বিধিমালার কোন বিধি নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ভোটাধিকারযুক্ত শেয়ার অথবা ভোটাধিকারযুক্ত শেয়ারে রূপান্তরযোগ্য সিকিউরিটিজ অর্জন, অধিগ্রহণ বা কর্তৃত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না :

(ক) সর্ব সাধারণ্যে শেয়ার বরাদ্দের প্রচার (প্রসপেক্টাস) অনুসরণে আবেদনপত্র মূলে;

(খ) অবলেখক হিসেবে;

(গ) কমিশন হইতে রেজিস্ট্রেশন সনদপ্রাপ্ত কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার, স্টক ব্রোকার বা স্টক ডিলার কর্তৃক কোন মক্কেলের পক্ষে দৈনন্দিন ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনায় :

তবে শর্ত থাকে যে সংশ্লিষ্ট মক্কেল এই অব্যাহতির অন্তর্ভুক্ত হইবেন না;

(ঘ) কমিশন হইতে রেজিস্ট্রেশন সনদপ্রাপ্ত কোন মার্কেট মেকার হিসেবে;

(ঙ) কমিশন হইতে রেজিস্ট্রেশন সনদপ্রাপ্ত কোন অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড হিসেবে;

(চ) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোন মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে;

(ছ) রাইট বা বোনাস ইস্যু মূলে;

(জ) উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরের মাধ্যমে;

(ঝ) আদালতের আদেশ বা সিদ্ধান্তক্রমে (by order of the court) হস্তান্তরের মাধ্যমে;

(ঞ) কমিশনের আদেশবলে অথবা অন্য আইনে কমিশন কর্তৃক অনুমোদন বলে হস্তান্তরের মাধ্যমে; অথবা

(ট) অনুমোদিত উপহারের মাধ্যমে শেয়ার হস্তান্তর হইলে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ

৪। **এক্সচেঞ্জ হইতে নগদ অর্থের বিনিময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ।**—(১) কোন কোম্পানিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এর কম কোন শেয়ারের ধারক বা ধারকগণ, বা যিনি বা যাহারা কোন শেয়ার ধারণ করেন না এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, এক্সচেঞ্জ হইতে উক্ত কোম্পানির কোন শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ করিতে চাহিলে অর্জন বা অধিগ্রহণ পরবর্তী ধারণকৃত মোট শেয়ারের পরিমাণ যদি ১০(দশ) শতাংশ বা উহার অধিক পর্যায়ে উন্নীত হয় অথবা ১০(দশ) শতাংশ বা উহার অধিক কোন শেয়ার ধারক বা ধারকগণ এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে উক্ত কোম্পানির আরও শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে তাহাকে তফসিল-১ বর্ণিত পদ্ধতিতে একটি ঘোষণা কোম্পানিটি যে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সেই এক্সচেঞ্জে সংশ্লিষ্ট অধিগ্রহণকারীর স্টক ব্রোকার বা মার্চেন্ট ব্যাংকারের মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে।

(২) এক্সচেঞ্জ উক্ত ঘোষণা প্রাপ্তির পর পরীক্ষান্তে তৎক্ষণাৎ উহা অনলাইন বার্তা (online news) হিসাবে প্রচার করিবে।

(৩) এক্সচেঞ্জে অনলাইন বার্তা (online news) হিসাবে প্রচারিত হওয়ার পূর্বে শেয়ার লেনদেন সম্পাদন করা যাইবে না।

(৪) শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণকারী প্রচলিত বাজারদরে স্টক ব্রোকারকে শর্তহীন ক্রয়াদেশ প্রদান করিবে।

৫। **এক্সচেঞ্জে নেগোসিয়েটেড ডিলের মাধ্যমে নগদ অর্থের বিনিময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ।**—(১) কোন কোম্পানিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এর কম কোন শেয়ারের ধারক বা ধারকগণ, বা যিনি বা যাহারা কোন শেয়ার ধারণ করেন না এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, এক্সচেঞ্জে নেগোসিয়েটেড ডিলের মাধ্যমে উক্ত কোম্পানির কোন শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ করিতে চাহিলে অর্জন পরবর্তী ধারণকৃত মোট শেয়ারের পরিমাণ যদি ১০(দশ) শতাংশ বা উহার অধিক পর্যায়ে উন্নীত হয় অথবা ১০(দশ) শতাংশ বা উহার অধিক কোন শেয়ার ধারক বা ধারকগণ এক্সচেঞ্জে নেগোসিয়েটেড ডিলের মাধ্যমে উক্ত কোম্পানির আরও শেয়ার অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে তাহাকে তফসিল-১ বর্ণিত পদ্ধতিতে একটি ঘোষণা কোম্পানিটি যে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সেই এক্সচেঞ্জে সংশ্লিষ্ট অধিগ্রহণকারির স্টক ব্রোকারের মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে।

(২) এক্সচেঞ্জ উক্ত ঘোষণা প্রাপ্তির পর পরীক্ষান্তে তৎক্ষণাৎ উহা অনলাইন বার্তা (online news) হিসাবে প্রচার করিবে।

(৩) এক্সচেঞ্জে অনলাইন বার্তা (online news) হিসাবে প্রচারিত হওয়ার পূর্বে ঘোষণা অনুযায়ী কাহারো সহিত শেয়ার লেনদেন সম্পাদন করা যাইবে না।

(৪) এই ধরনের লেনদেনে ক্রয়মূল্য বা বিনিময়মূল্য শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণকারী এবং বিক্রেতার পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে।

৬। **এক্সচেঞ্জের ট্রেডিং সিস্টেমের বাহিরে নগদ অর্থ ভিন্ন অন্য কোন বিনিময়ে শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ**।—(১) কোন কোম্পানিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এর কোন শেয়ারের ধারক বা ধারকগণ, বা যিনি বা যাহারা কোন শেয়ার ধারণ করেন না এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, নগদ অর্থ ভিন্ন অন্য কোন বিনিময়ে এক্সচেঞ্জের ট্রেডিং সিস্টেম এর বাহিরে উক্ত কোম্পানির কোন শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ করিতে চাহিলে অর্জন বা অধিগ্রহণ পরবর্তী ধারণকৃত মোট শেয়ারের পরিমাণ যদি ১০(দশ) শতাংশ বা উহার অধিক পর্যায়ে উন্নীত হয়, অথবা ১০(দশ) শতাংশ বা উহার অধিক কোন শেয়ার ধারক বা ধারকগণ, নগদ অর্থ ভিন্ন অন্য কোন বিনিময়ে এক্সচেঞ্জ এর ট্রেডিং সিস্টেম এর বাহিরে উক্ত কোম্পানির আরও শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে তাহাকে তফসিল-১ বর্ণিত পদ্ধতিতে একটি ঘোষণা কোম্পানিটি যে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সেই এক্সচেঞ্জে সংশ্লিষ্ট অর্জন বা অধিগ্রহণকারীর স্টক ব্রোকার বা মার্চেন্ট ব্যাংকারের মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে।

(২) উক্ত অর্জন বা অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে অর্জন বা অধিগ্রহণকারী বিক্রেতার সহিত বিস্তারিত চুক্তি সম্পাদন করিবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট বিক্রেতা তাহাদের সংশ্লিষ্ট স্টক ব্রোকারের নিকট প্রত্যাহার অযোগ্য বিক্রয় আদেশ প্রদান করিবে।

(৪) বিক্রেতার স্টক ব্রোকার বিক্রয় আদেশের উল্লিখিত পরিমাণ শেয়ার অবরুদ্ধ (freeze) করিয়া তফসিল-২ এ বর্ণিত নমুনা মোতাবেক একটি নিশ্চয়তাপত্র এক্সচেঞ্জ বরাবরে প্রদান করিবে।

(৫) শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণকারী তফসিল-১ এ উল্লিখিত ঘোষণা পত্র যথাযথভাবে পূরণ করিয়া চুক্তির অনুলিপিসহ মোট বিনিময় মূল্যের ২০(বিশ) শতাংশের সমপরিমাণ অর্থ এক্সচেঞ্জের অনুকূলে একটি ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারসহ এক্সচেঞ্জে জমা প্রদান করিবে।

(৬) এক্সচেঞ্জ উক্ত ঘোষণা প্রাপ্তির পর পরীক্ষান্তে তৎক্ষণাৎ উহা অনলাইন বার্তা (online news) হিসাবে প্রচার করিবে।

(৭) এক্সচেঞ্জে অনলাইন বার্তা (online news) হিসাবে প্রচারিত হওয়ার পূর্বে ঘোষণা অনুযায়ী কাহারো সহিত শেয়ার লেনদেন করা যাইবে না।

(৮) কোন কারণে উক্ত লেনদেন সম্পন্ন না হইলে এক্সচেঞ্জ উক্ত ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার বাজেয়াপ্ত করিবে এবং তাহা সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জের বিনিয়োগকারী সুরক্ষা তহবিলে স্থানান্তর করিবে।

(৯) ঘোষণা অনুযায়ী লেনদেন সম্পন্ন হইলে এক্সচেঞ্জ উক্ত ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারটি জমা দানকারীর নিকট ফেরত প্রদান করিবে।

৭। **শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ প্রস্তাবের ঘোষণার বিষয়বস্তু**।—শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ ঘোষণার বিষয়বস্তু তফসিল-১ এ বর্ণিত ভাবে নির্ধারিত হইবে।

৮। **প্রস্তাব মূল্য।**—বিধি ৪, ৫ এবং ৬ এর আওতায় শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত মূল্য অবশ্যই—

(ক) নগদে; অথবা

(খ) শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে; অথবা

(গ) দফা (ক) ও দফা (খ) তে উল্লিখিত দুইটি উপায়ের সম্মিলিত মাধ্যমে; অথবা

(ঘ) বিক্রেতার গ্রহণযোগ্য অন্য যে কোন পন্থায় :

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন চুক্তি বা সমঝোতাপত্রে কোন একটি শ্রেণির শেয়ার-হোল্ডারদেরকে নগদে অর্থ প্রদানের কথা উল্লেখ থাকে তবে অবশিষ্ট শেয়ার-হোল্ডারগণও নগদে মূল্য লাভের অধিকারী হইবেন।

৯। **প্রস্তাব সম্পূর্ণকরণ।**—শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে তফসিল-১ এ ঘোষণা মোতাবেক লেনদেন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া পরবর্তী ০১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে তফসিল-৩ মোতাবেক প্রত্যায়নপত্র সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জ ও কমিশনে দাখিল করিবে।

১০। **শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রত্যাহার।**—(১) শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণের কোন প্রস্তাব প্রত্যাহার করা যাইবে না, যদি না প্রস্তাবকারীর ক্ষেত্রে এমন কোন ঘটনার উদ্ভব ঘটে যাহা, দৈবক্রম (Act of God) সহ, তাহার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বহির্ভূত কারণে যদি শেয়ার ক্রয়ের প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হয়।

(২) উপ-বিধি (১) সাপেক্ষে, প্রচারিত শেয়ার ক্রয়ের কোন প্রস্তাবকে প্রত্যাহার করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে যদি নিম্নে বর্ণিত যে কোন একটি বিষয় ঘটিয়া থাকে :—

(ক) প্রস্তাবক যদি কোন সাধারণ ব্যক্তি (natural person) হয় তবে তার মৃত্যু হইলে কিংবা মৃত ব্যক্তির কোন আইনগত উত্তরাধিকারী সংশ্লিষ্ট ক্রয় প্রস্তাব বাস্তবায়নে অনিচ্ছুক হইলে;

(খ) প্রস্তাবককে যদি দেউলিয়া ঘোষণা করা হয় ;

(গ) প্রস্তাবক যদি অন্য কোন কোম্পানি হয় কিংবা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (body corporate) হয় তবে উহা যদি ব্যবসা সমাপ্তির নোটিশ প্রাপ্ত হয়;

(ঘ) প্রস্তাবক যদি কোন কোম্পানি হয় এবং উক্ত কোম্পানি যদি অতঃপর অন্য কোন কোম্পানি কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত হইয়া যায় সেই ক্ষেত্রে অধিগ্রহণকারি কোম্পানি যদি প্রস্তাবিত শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণে অনিচ্ছুক হয়;

(ঙ) এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত সিকিউরিটিজের কোন বিক্রেতা না থাকে;

(চ) কমিশনের বিবেচনায় অন্য কোন কারণে।

(৩) শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রত্যাহারের কোনও একটি কারণের উদ্ভব ঘটিলে অর্জন বা অধিগ্রহণকারী তাঁর স্টক ব্রোকার এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জকে যথাযথ কারণ প্রদর্শনপূর্বক শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রত্যাহারের আবেদন করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) মোতাবেক এক্সচেঞ্জ ক্রয় প্রস্তাব প্রত্যাহারের আবেদন প্রাপ্তির সাথে সাথে যাচাই-বাচাইপূর্বক যেইভাবে শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ প্রস্তাব অনলাইন বার্তা (online news) হিসাবে প্রচার করেছিল, সেইভাবে শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রত্যাহার প্রচার করিবে।

## তৃতীয় অধ্যায়

## উদ্ধার মানসে কর্তৃত্ব গ্রহণ

**১১। উদ্ধার মানসে কর্তৃত্ব গ্রহণ।**—(১) আর্থিকভাবে দুর্বল কোন কোম্পানিকে পুনর্বাসিত করার উদ্দেশ্যে কোন অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান (financial institution) বা তফসিলী ব্যাংক বা অন্য কোন ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একক বা যৌথভাবে উক্ত কোম্পানির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অধিগ্রহণ বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে এই অধ্যায় প্রযোজ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই ব্যাপারে যে উদ্যোগ নিবে তাহাকে পরিপোষক প্রতিষ্ঠান (lead institution) হিসাবে গণ্য করা হইবে :

আরও শর্ত থাকে যে, পরিপোষক প্রতিষ্ঠান কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার বা ফান্ড ব্যবস্থাপক (Fund Manager) হইবে।

(২) এই অধ্যায়ের বিধিমালা সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় কিনা তাহা নিশ্চিত করিবার জন্যে পরিপোষক প্রতিষ্ঠান (lead institution) দায়ী থাকিবে।

(৩) পরিপোষক প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে দুর্বল প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক উপযোগিতা (financial viability) বিবেচনাপূর্বক উহার গ্রহণযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করিবে, উহার পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ নির্ণয় করিবে, এবং সংখ্যালঘু শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ সংরক্ষণ, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, ফলপ্রসূ পুনরুজ্জীবন ও স্বচ্ছতা নীতির ভিত্তিতে পুনর্বাসন পরিকল্পনা (rehabilitation package) প্রণয়ন করিবে।

(৪) ব্যবস্থাপনায় কোন পরিবর্তন করিতে হইলে পুনর্বাসন স্কীমে সুনির্দিষ্টভাবে উহার বিশদ বর্ণনা থাকিতে হইবে।

(৫) আর্থিকভাবে দুর্বল কোম্পানির শেয়ার অধিগ্রহণ করিবার জন্যে পুনর্বাসন পরিকল্পনায় নিম্নেবর্ণিত পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে—

(ক) সরাসরি শেয়ার ক্রয়, অথবা

(খ) শেয়ার বিনিময়, অথবা

(গ) উভয় পদ্ধতির সমন্বয়।

**ব্যাখ্যা:** এই অধ্যায়ে বর্ণিত আর্থিকভাবে দুর্বল কোম্পানি (financially weak company) বলিতে এমন কোম্পানি বুঝাইবে যাহার বৎসরান্তে ঋণাত্মক নীট সম্পত্তি (negative net worth) রহিয়াছে বা যাহার শেয়ারের বাজার মূল্য সর্বশেষ ন্যূনতম তিন বৎসর যাবত অভিহিত মূল্যের (face value) নিচে রহিয়াছে বা যে বিগত পাঁচ বছরে কোন লভ্যাংশ প্রদান করে নাই বা সময় সময় কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন কোম্পানি।

১২। **উদ্ধার মানসে শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ পদ্ধতি।**—(১) পুনর্বাসনের পরিকল্পনা কার্যকর করিবার পূর্বে অর্থ প্রদানকারী বা পরিপোষক প্রতিষ্ঠান (lead institution) কর্তৃক দুইটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয়ের প্রস্তাব আহ্বান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর আওতায় প্রস্তাব পাওয়ার পর পরিপোষক প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে দুর্বল কোম্পানিকে পুনর্বাসিত করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা, অর্থসংস্থানের পর্যাপ্ততা এবং কারিগরি সামর্থ বিবেচনাপূর্বক প্রস্তাবক ব্যক্তিগণের পক্ষ হইতে একজনকে নির্বাচিত করিবে।

(৩) আর্থিকভাবে দুর্বল কোম্পানির শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে পরিপোষক প্রতিষ্ঠান উক্ত কোম্পানি সম্পর্কে যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিবে যাহার মধ্যে বিশেষভাবে উক্ত কোম্পানির বর্তমান ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি, উৎপাদিত পণ্যের পরিধি, শেয়ার ধারণের প্রকৃতি (shareholding pattern), আর্থিক অবস্থা এবং কার্যসম্পাদন (financial position and performance), প্রস্তাব আহ্বানের তারিখ হইতে পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের পরিসম্পদ ও দায়ভার এবং উক্ত কোম্পানিকে পুনর্বাসিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবকের নিকট হইতে প্রত্যাশিত ন্যূনতম আর্থিক ও অন্যান্য প্রতিশ্রুতির উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৪) পরিপোষক প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণতব্য কোম্পানির প্রতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিতির লক্ষ্যে শেয়ার ক্রয়ের প্রস্তাবে নিম্নোক্ত শর্তাদিরও উল্লেখ করিবে,—

(ক) অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যালঘিষ্ঠ শেয়ারহোল্ডার এবং শেয়ারহোল্ডার বহির্ভূত কোন পেশাদারী পরিচালকসহ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ অন্যূন সাতজন ও সর্বোচ্চ বারজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে যাহার চেয়ারম্যান শেয়ারহোল্ডার বহির্ভূত পেশাদারী পরিচালকদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন;

(খ) পরিচালনা পর্ষদ নীতি নির্ধারণী কার্যাদি ছাড়া কোম্পানির দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না;

(গ) পেশাদারী বিশেষজ্ঞ পরিচালকের অন্তর্ভুক্তি সহ কোম্পানিতে একটি নিরীক্ষা কমিটি এবং পরিচালক ও কর্মচারীদের জন্যে একটি পারিশ্রমিক নির্ধারণ কমিটি থাকিবে; এবং

(ঘ) কোম্পানির একজন পেশাদারী কোম্পানি সচিব থাকিবে যিনি এতদসংক্রান্ত ব্যাপারে পরিচালনা পর্ষদের নিকট জবাবদিহির জন্যে দায়ী থাকিবেন।

১৩। **দরপত্র মূল্যায়নের পদ্ধতি।**—(১) পরিপোষক প্রতিষ্ঠান শেয়ার বিনিময়ের উপযুক্ত মূল্য, ক্রেতার আর্থিক সঙ্গতি, ব্যবস্থাপনার খ্যাতি প্রভৃতির ভিত্তিতে দরপত্রের মূল্যায়ন করিবে এবং এই প্রক্রিয়ায় ন্যায়নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা বিধান করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে পেশাদারিত্ব ও আর্থিক বিষয়ে সুখ্যাতি রহিয়াছে এমন একজন চার্টার্ড ফিন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট বা কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্ট বা একজন চার্টার্ড একাউন্টেন্টকে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুপারিশ সাপেক্ষে, অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান অনুযায়ী প্রাপ্ত দরপত্র সমূহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত করিতে হইবে এবং আর্থিকভাবে দুর্বল কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় জড়িত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনাপূর্বক তৎসমূহের মধ্যে সার্বিকভাবে উপযুক্ত এমন একটি দরপত্র বিবেচনার নিমিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে।

১৪। **শেয়ার ক্রয়কারী ব্যক্তির দরপত্র প্রদান।**—বিধি ১৩ অনুসরণে পরিপোষক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থিরকৃত শেয়ার ক্রয়কারী পরিপোষক প্রতিষ্ঠান হইতে এই মর্মে অবহিত হওয়ার পর, উদ্যোক্তাগণের নিকট হইতে অথবা আর্থিকভাবে দুর্বল কোম্পানির কর্মকাণ্ড ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে, অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে এবং অন্যান্য শেয়ার হোল্ডারদের নিকট হইতে শেয়ার ক্রয়ের উদ্দেশ্যে তার ও পরিপোষক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনাক্রমে নির্ধারিত মূল্যে শেয়ার ক্রয়ের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব ঘোষণা করিবে।

**ব্যাখ্যা :** পুনর্বাসন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে পরিপোষক প্রতিষ্ঠানের অধিকারভুক্ত শেয়ার আর্থিকভাবে দুর্বল কোম্পানিকে অর্পণ করিবার ব্যাপারে অত্র বিধি কোন বিঘ্নের কারণ হইবে না।

১৫। **শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণকারি ব্যক্তি কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে গণবিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবে।**—(১) আর্থিকভাবে দুর্বল কোম্পানির কর্মকাণ্ড ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্যান্য শেয়ার হোল্ডারদের নিকট শেয়ার ক্রয়ের প্রস্তাব প্রদান করিবার ক্ষেত্রে শেয়ার ক্রয়কারী গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবে।

(২) এই প্রকার গণবিজ্ঞপ্তির মধ্যে শেয়ার ক্রয়কারীর পরিচয় ও পটভূমিকা, প্রস্তাবিত দর, প্রতিষ্ঠানটির পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা, প্রস্তাব উন্মুক্ত থাকার মেয়াদকাল সহ প্রস্তাব সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের বিশদ বিবরণ উল্লিখিত থাকিতে হইবে।

(৩) ক্রয় প্রস্তাবের শর্তাবলি আর্থিকভাবে দুর্বল কোম্পানির প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডার সমীপে প্রেরণ করিতে হইবে এবং উহার মধ্যে প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবার তারিখ (record date) এবং প্রস্তাবিত ক্রয়ের তারিখ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত থাকিতে হইবে।

(৪) কোন শেয়ার অধিগ্রহণকারি অন্যান্যদের নিকট হইতে শেয়ার বিক্রয়ের প্রস্তাব গ্রহণের সময়ে প্রথমে সর্বনিম্ন সংখ্যক শেয়ারহোল্ডারের সমস্ত শেয়ার ক্রয়ের প্রস্তাব দিবে।

১৬। **উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণের কার্যকারিতা হইতে অব্যাহতি।**—(১) বিধি ১৪ অনুসরণে প্রত্যেক ক্রয় প্রস্তাব এই বিধিমালার বিধি ৪ হতে বিধি ১০ এর বিধানসমূহ হইতে অব্যাহতি দেয়ার জন্য কমিশন সমীপে একটি আবেদন পত্র দাখিল করিতে হইবে।

(২) এইরূপ আবেদন পত্র বিবেচনার জন্য কমিশন কোম্পানির নিকট হইতে এবং পরিপোষক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদনের যাচাই পদ্ধতি, ইহার মূল্যায়ন এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত তথ্য আহরণের নির্দেশ দিতে পারিবে।

## চতুর্থ অধ্যায়

## বিবিধ

১৭। **তদন্ত বা অনুসন্ধান পদ্ধতি এবং শাস্তি।**—যদি কেহ এই বিধিমালায় উল্লিখিত কোন বিধি, উপ-বিধি বা নির্দেশ ভংগ করে তবে তাহার ক্ষেত্রে আইন দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় তদন্ত বা অনুসন্ধান কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হইবে এবং বিধি-বিধান ভংগের দায়ে আইন দ্বারা নির্ধারিত শাস্তি প্রযোজ্য হইবে।

১৮। **আদেশ বা নির্দেশ পরিপালন।**—এই বিধিমালায় উল্লিখিত পরিপালনীয় বিধানসমূহ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ মোতাবেক প্রদত্ত নির্দেশ ও আদেশ পরিপালন হিসেবে গণ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন, এই বিধিমালার অধীন সময় সময় অন্য কোন আদেশ বা নির্দেশও জারি করিতে পারিবে।

১৯। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ ও কর্তৃত্ব গ্রহণ) বিধিমালা, ২০০২ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত বিধিমালার অধীনে কৃত কোন কর্ম, গৃহীত কোন ব্যবস্থা, প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ, দায়েরকৃত কোন দরখাস্ত, আবেদনপত্র বা আপীল, জমাকৃত কোন ফিস, রক্ষিত কোন রেকর্ড বা দলিল দস্তাবেজ, পরিচালিত কোন তদন্ত, পেশকৃত কোন তদন্ত প্রতিবেদন বা জারীকৃত কোন নোটিশ এই বিধিমালার অধীনে কৃত, গৃহীত, প্রদত্ত, দায়েরকৃত, জমাকৃত, রক্ষিত, পরিচালিত, পেশকৃত বা জারীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

**তফসিল-১**

**ঘোষণা**

**[ বিধি ৪, ৫ এবং ৬ দ্রষ্টব্য ]**

(ক) কোম্পানির নাম এবং যত সংখ্যক শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা উল্লেখ;

(খ) শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ও শর্তাবলিসহ শেয়ার ক্রয়ের প্রস্তাবিত মূল্য;

(গ) শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণকারির জাতীয়তাসহ পূর্ণ পরিচয়;

(ঘ) শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণকারীর সহিত উক্ত কোম্পানির শেয়ার মালিকানা সংক্রান্ত ও উক্ত কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার বা উদ্যোক্তা বা পরিচালকগণের সহিত তাহার সম্পর্ক সংক্রান্ত পূর্ণ তথ্য;

(ঙ) বিধি ৫ ও বিধি ৬ অনুসারে শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে যেই চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক করা হইয়াছে এবং উহাতে শেয়ার ক্রয় সংক্রান্ত যেই সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ ;

(চ) শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণকারি সংশ্লিষ্ট কোম্পানির উদ্যোক্তা, পরিচালক বা প্লেসমেন্টহোল্ডার হইলে তাহাদের জন্য প্রযোজ্য ঘোষণা প্রদান করা হইয়াছে কি না তাহার বিবরণ ;

(ছ) শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ প্রস্তাবের তারিখ এবং যেই সময়ের মধ্যে অর্জন বা অধিগ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করা হইবে তাহার উল্লেখ;

(জ) শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ মূল্য বা বিনিময় কখন ও কিভাবে প্রদান করা হইবে তাহার বিবরণ;

(ঝ) বিধি ৬(১) অনুসারে শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে, যে সম্পদ বা যাহা কিছুর বিনিময়ে উক্ত শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ করা হইতেছে তাহার মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং মূল্যায়নকারীর নাম, ঠিকানা ও অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রদান করিতে হইবে;

(ঞ) শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ প্রস্তাবের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শর্তাবলিসহ নিম্নে উল্লিখিত বিষয়সমূহ—

(অ) উদ্যোক্তা, পরিচালক বা জনগণের নিকট হইতে অর্জন বা অধিগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক শেয়ার সংখ্যা;

(আ) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪, ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১, আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় আইন, ১৯৪৭ এর আওতায় কোন শর্ত আরোপিত হইলে তাহার বিবরণ; এবং

(ই) সংশ্লিষ্ট কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের নিকট হইতে অনুমোদন গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যাদি (যদি আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকে)।

(ট) শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণকারির সহিত উক্ত কোম্পানি বা উহার উদ্যোক্তা বা পরিচালক বা দশ শতাংশ শেয়ার ধারকের বা উক্ত কোম্পানির সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কোম্পানির সাথে বা সম্ভাব্য বিক্রেতার সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক আছে কিনা তাহার বিবরণ।

(ঠ) বিধি ৫ ও বিধি ৬ অনুসারে শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক সম্পাদনের পরবর্তী দিনের মধ্যে এই তফসিল মোতাবেক ঘোষণা সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জ ও কমিশনকে অবহিত করিবে।

| | |
|---|---|
| স্বাক্ষীর স্বাক্ষর ও | শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণকারীর |
| নাম..... | স্বাক্ষর ও নাম |
| তারিখ :---------- | তারিখ :---------- |
| ঠিকানা :---------- | ঠিকানা :---------- |

(১)

(২)

**তফসিল-২**
**স্টক ব্রোকারের নিশ্চয়তা পত্র**
**[বিধি ৬ দ্রষ্টব্য]**

**অর্জন বা অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে (শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণকারীর জন্য) :**

আমি/আমরা ঢাকা/চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের স্টক ব্রোকার (ট্রেক নং ----------) এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণকারী (নাম উল্লেখপূর্বক---------- ---------- কোম্পানির (নাম উল্লেখ করিতে হইবে)..... সংখ্যক শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ (পরিমাণ) আমার নিকট জমা দিয়েছেন এবং ক্রয় আদেশ প্রদান করিয়াছেন যাহা আমি এক্সচেঞ্জের অনলাইন (online) মনিটরে প্রদর্শনের পর শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণকারীর সহিত কোন যোগাযোগ ব্যতিত কার্যকর করিব।

স্বাক্ষর, নাম ও পদবি
তারিখ :----------
ঠিকানা :----------
স্টক ব্রোকারের সীল।

**বিক্রেতার জন্য বিধি ৫ এবং ৬ অনুযায়ী**

আমি ঢাকা/চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের স্টক ব্রোকার (ট্রেক নং ----------) এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে সংশ্লিষ্ট অর্জন বা অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে বিক্রেতা ..... (নাম, ঠিকানা, জাতীয়তা ইত্যাদি) আমার নিকট ..... কোম্পানির ..... সংখ্যক শেয়ার বিও হিসাব নং ----------এ জমা আছে এবং আমি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার অর্জন, অধিগ্রহণ ও কর্তৃত্ব গ্রহণ) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৬(৪) এর বিধান অনুসারে তাহা অবরুদ্ধ (freeze) করিয়া রাখিয়াছি (প্রযোজ্য না হইলে কাটিয়া দিন)। সংশ্লিষ্ট ঘোষণাটি স্টক এক্সচেঞ্জে অনলাইনে (online) প্রচারিত হওয়ার পর আমি বিক্রেতার সহিত কোন যোগাযোগ ব্যতিত লেনদেনটি সম্পন্ন করিব।

স্বাক্ষর, নাম ও পদবি
তারিখ :----------
ঠিকানা :----------
স্টক ব্রোকারের সীল।

**তফসিল-৩**
**প্রত্যায়ন পত্র**
**[ বিধি ৯ দ্রষ্টব্য ]**

শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণকারীর জন্য প্রযোজ্য

আমার ..... তারিখের ঘোষণা (অনুলিপি সংযুক্ত) অনুযায়ী আমি..... তারিখে লেনদেন সম্পন্ন করিয়াছি। এই ক্ষেত্রে ঘোষণার সহিত লেনদেনের কোন গরমিল ছিল/ছিল না (গরমিল থাকিলে তাহার বিবরণ প্রদান করিয়া এই ঘোষণার সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে)।

শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও নাম
তারিখ :----------
ঠিকানা :----------

**শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণকারীর স্টক ব্রোকারের প্রত্যায়ন পত্র :**

শেয়ার অর্জন বা অধিগ্রহণ প্রস্তাব মোতাবেক লেনদেনটি সম্পন্ন হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে ঘোষণার সহিত লেনদেনের কোন গরমিল ছিল/ছিল না (গরমিল থাকিলে তাহার বিবরণ প্রদান করিয়া এই ঘোষণার সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে)।

স্বাক্ষর, নাম ও পদবি
তারিখ :----------
ঠিকানা :----------
স্টক ব্রোকারের সীল।

বিক্রেতার স্টক ব্রোকারের প্রত্যায়ন পত্র :

বিক্রয়াদেশ অনুযায়ী শেয়ার হস্তান্তর সম্পন্ন হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে বিক্রয়াদেশের সহিত লেনদেনের কোন গরমিল ছিল/ছিল না (গরমিল থাকিলে তাহার বিবরণ প্রদান করিয়া ঘোষণার সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে)

স্বাক্ষর, নাম ও পদবি
তারিখ :----------
ঠিকানা :----------
স্টক ব্রোকারের সীল।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে

**ড. এম খায়রুল হোসেন**
চেয়ারম্যান।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd